Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

# সময়ের গুরুত্ব


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Fariha Binte Abdur Rahim

রোলঃ 227020539


৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### রিসার্চের বিষয়ঃ

### সময়ের গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Fariha Binte Abdur Rahim
রোলঃ 227020539

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সময়ের গুরুত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সময়ের গুরুত্ব, আইডিঃ 227020539 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সময়ের গুরুত্ব” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

**Fariha Binte Abdur Rahim**

আইডিঃ 227020539

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র


ভূমিকা ........ 5

সময়ের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য ........ 6

কুরআনের আলোকে “সময়ের গুরুত্ব” ........ 7

হাদীসের আলোকে “সময়ের গুরুত্ব” ........ 11

সালাফদের জীবনে সময়ের প্রতি গুরুত্ব ........ 15

সময়ের অপব্যবহার গুনাহের কারণ ........ 22

মুমিনের জীবনে অবসর ........ 25

অলসতার ক্ষতি ........ 29

মৃত্যুর স্মরণ ........ 31

সময়ের হেফাজত ও মূল্যায়ন ........ 33

# ভূমিকা

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

মানব জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে সময়। সময়ের
সমষ্টিই হচ্ছে জীবন।সময়ই এমন মূল্যবান সম্পদ যার  কোনো বিনিময় হয় না আর হয় না এর কোনো বিকল্প।কুরআন হাদীসে বহু জায়গায় বারংবার সময়ের গুরুত্বের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।কিন্তু আমরা সবচেয়ে বেশি যেই জিনিসের প্রতি অবহেলা করি তা হচ্ছে সময়।বিভিন্ন ভাবে আমরা সময়ের অপব্যয় করে হায়াতের মূল্যবান সম্পদকে ক্ষয় করে চলছি।আমরা নিজেরাই নিজেদের দুনিয়া আখিরাতকে প্রতিনিয়ত ধ্বংস করে চলেছি সময়ের অপব্যয়ের মাধ্যমে।প্রবাহমান নদীর মত অতি দ্রুত সময়ও অতিবাহিত হচ্ছে, দিন,সপ্তাহ,মাস,বছর চোখের পলকেই যেনো শেষ হয়ে যাচ্ছে, মৃত্যু দুয়ারে কড়া নাড়ছে আর আমরা সময়ের ব্যাপারে গাফেল থেকে জীবনের মহামূল্যবান সম্পদ শেষ করে যাচ্ছি।আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন দিয়েছেন পথ এবং পন্থা।

আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘তারা কি ধারণা করে নিয়েছে তাদের অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের আমার দিকে ফিরে আসতে হবে না? [১]

আমরা যদি এই আয়াতের দিকে লক্ষ্য করি আল্লাহ তাআলা শুরুতেই বলছেন আমাদের অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি, প্রতিটা সৃষ্টির কোনো না কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে। জ্বীন ও মানুষের সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদতের জন্য।আমাদের আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করার কথা ছিল কিন্তু শয়তান ও নফসের ধোঁকায় আমরা আমাদের আমল করার সুযোগকে হাত ছাড়া করে হচ্ছি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত।
আমাদের সময়ের গুরুত্ব বুঝতে হবে এই গাফলতির বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, করতে হবে প্রতিটি মুহূর্তের মূল্যায়ন তবেই আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারবো।

# সময়ের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

সময় মুমিনের সৌভাগ্যের নিদর্শন। সময়ের সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমেই মুমিন অর্জন করে আখিরাতের সাফল্য, আর সময়ের অবমূল্যায়নের মাধ্যমেই হয় চরম ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে,নিয়ে যাচ্ছে আমাদের আসল ঠিকানার দিকে। আমার দুনিয়ার ধোঁকায় বেমালুম ভুলে প্রতিটি মুহূর্ত ধ্বংস করে চলেছি।
আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে বলেন:

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ٣

'সময়ের শপথ! অবশ্যই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে, সৎ কাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়, উপদেশ দেয় ধৈর্যধারণের।'[২]

এখানে আল্লাহ তাআলা আসরের শপথ করেছেন।আসর হচ্ছে সময়।সাধারণ মানুষ যখন শপথ করে তখন গুরুত্বপুর্ণ বিষয় জোরদার করার জন্য শপথ করে।
যখন বিশ্বজাহানের রব কোনো কিছু নিয়ে শপথ করছেন তখন সেই জিনিসটার গুরুত্ব কি পরিমাণের হতে পরে?
সময়ই মুমিনের পুঁজি । আখিরাতের মুনাফা অর্জনের সময়ই এই হায়াতের জীবন।
সময় নিয়ে আল্লাহ তাআলা শপথ করেছেন- এ শপথই সময়ের মর্যাদার প্রমাণ বহন করে।

সময় খুব দ্রুত চলে যায়, প্রবাহমান নদী, প্রবাহমান বাতাস যেমন কেউ ধরে রাখতে পারে না,তেমন সময়কে ধরে রাখা যায় না।সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না।

যে দিন, মাস,বছর চলে যায় টা আমার কেউ ফিরিয়ে আনতে পারিনা, সে একবার চলে গেলে আর কোনোদিন ফিরে আসে না।প্রবাদ আছে, সময় স্বর্ণের মত মূল্যবান।প্রকৃত পক্ষে সময় এর চেয়েও মূল্যবান, সময়ের কোনো বিকল্প হয় না, সময়ের কোনো বিনিময় হয় না।

# কুরআনের আলোকে “সময়ের গুরুত্ব”

সময় আল্লাহ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ নিয়ামতের একটি।মানুষের হায়াতের সমষ্টিই সময়।
কুরআনে বহু আয়াতে সময়ের গুরুত্ব বুঝাতে বিভিন্ন উদাহরণের সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে।
আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ٣

'সময়ের শপথ! অবশ্যই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে, সৎ কাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়, উপদেশ দেয় ধৈর্যধারণের।’ [৩]

এখানে আসর বলতে যুগ বা সময়কে বুঝানো হয়েছে।
অন্যত্র বলেন,
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

'তিনিই রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদকে তোমাদের উপকারে নিয়োজিত করেছেন। এবং তারকারাজিও তাঁরই নির্দেশের অধীন। বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।[৪]

আল্লাহ তাআলা সূর্য,চন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন সময়,দিন,তারিখ, মাস গণনা করার জন্য।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,
وهو الذي جعل الليل والنهار خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُذكر أَوْ أَرَادَ شكورا

'যারা উপদেশ গ্রহণ করতে ও কৃতজ্ঞ হতে চায়, তাদের জন্য তিনিই রাত ও দিনকে সৃষ্টি করেছেন পরস্পরের অনুগামীরূপে।"

আল্লাহ তাআলা অনেক সুরার শুরুতে সময়ের কসম করে কথা শুরু করেছেন।এতে প্রতীয়মান যে সময় কতটা গুরুত্বপুর্ণ।

ফজরের কসম করে তিনি বলেন:

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ

'শপথ ফজরের। শপথ দশ রাতের।'[৫]

রাত ও দিনের শপথ করে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى "وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى

'শপথ রাতের যখন তা আচ্ছন্ন করে। শপথ দিনের যখন তা উদ্ভাসিত করে।[৬]

দিনের প্রথম অর্ধ নিয়ে শপথ করে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى

'শপথ পূর্বাহ্নের। শপথ রাত্রির, যখন তা গভীর হয়।[৭]

ফজর,লাইল,দুহা,রাত দিন হচ্ছে সময়ের বিভিন্ন অংশের নাম।
আল্লাহ তাআলার সময়ের এই শপথের মাধ্যমে সময়ের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পেয়েছে।যেনো আমরা সময়ের গুরুত্ব বুঝে তার যথাযথ ব্যবহার করতে পারি।

কুরআনে কারীম অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি সময় রয়েছে। যখন তাদের সময় এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহুর্ত পিছে যেতে পারবে, আর না এগিয়ে আসতে পারবে।[৮]

আমরা কিভাবে আমাদের সময় গুলোকে গাফলতির সাথে হেলায় ফেলায় অপচয় করে ফেলি? কিভাবে আখিরাতের জন্য কিছু না করে সময়ের অপব্যয় করতে পারি? যেখানে আল্লাহ তাআলা,যিনি বিশ্ব জাহানের রব বলছেন যে , যখন আমাদের সময় এসে যাবে আর আমরা আর এক মুহূর্ত পিছে যেতে পারবো না,আগাতেও পারবো না।
হায় আফসোস আমাদের জন্য,কিভাবে আমরা আখিরাতকে ভুলে দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে নিজেদের গন্তব্য ভুলে গেলাম!

আল্লাহ তাআলা সুরা ইনশিরাহতে বলেন,

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ

অতএব, যখন অবসর পান তখন পরিশ্রম করুন।এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।[৯]

আল্লাহ তাআলা আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যখন আমার অবসর পাবো তখন যেনো আমরা আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করি,আল্লাহর জন্য পরিশ্রম করি।কিন্তু আফসোস আমাদের জন্য,আমরা দুনিয়ার পিছনে ছুটতে ছুটতে যদি অবসর পাই সেই সময়টাও দুনিয়ার পিছনে ব্যয় করি, শয়তানের ধোঁকায় বিনোদনের নামে বেহুদা আড্ডা,গীবত,গান বাজনা, মোবাইলে জীবনের গুরুত্বপুর্ণ সম্পদকে শেষ করে দিচ্ছি।
আর ভাবছি শেষ বয়সে তওবা করে,হজ্জ করে ভালো হয়ে যাবো।
কি নিষ্ঠুর পরিহাসই না আমরা নিজেরা নিজেদের কাছে করছি,আখিরাতকে বরবাদ করে দুনিয়াকে আবাদ করছি।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র আয়াতে বলেন,
يَقُولُ يُلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

সে বলবেঃ হায়, এ জীবনের জন্যে আমি যদি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম![১০]
কেয়ামত সচক্ষে দেখার পর মানুষ আফসোস করবে, আমি যদি আগে চিরস্থায়ী জীবনের জন্য কিছু প্রেরণ করতাম! যদি আমি আরো সালাত, সাওম, জিকির,তিলাওয়াত, সাদাকাহ করতাম! হায় যদি আমি আমার চিরস্থায়ী জীবনের জন্য আগেই পাথেয় সংগ্রহ করতাম।
কিন্তু আফসোস তো এইযে, সেই দিন এই আফসোস কোনো কাজে আসবে না।সেই দিন আল্লাহর কাছে মানুষ আবেদন করবে আমাদের আবার ফিরিয়ে দিন আমরা নেক আমল করবো কিন্তু তাদের আর অবকাশ দেয়া হবে না।
কুরআনে কারীমে বর্ণিত আছে যে,
وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِنُونَ

যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা তাদের পালনকর্তার সামনে নতশির হয়ে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দেখলাম ও শ্রবণ করলাম। এখন আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন, আমরা সৎকর্ম করব। আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে গেছি।[১১]

অন্যত্র আছে যে,
وَأَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنَكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِّنَ الصَّلِحِينَ لا
وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতার ও সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।[১২]

সুবহানাল্লাহ!আমরা তো প্রতি নিশ্বাসে আমাদের মূল গন্তব্যের দিকে দৌড়াচ্ছি, আমার আমাদের মৃত্যুর দিকে ছুটে যাচ্ছি, কিন্তু আমার বেমালুম ভুলে নিজেদের হায়াতের মূল্যবান সম্পদকে শেষ করে চরম ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত করছি।সময়ের ব্যাপারে যত্নশীল না হলে আমাদেরও সেসব ব্যক্তিদের মত আফসোস করতে হবে,কিন্তু শেষ আফসোস তখন আমাদের আর কোন উপকারে আসবে না, তখন আর ফিরিয়ে দেয়া হবে না। তখন তো আসল ঠিকানায় ঠাঁই হবে। জান্নাতের দিকে,নয়তো জাহান্নামের দিকে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের কুরআনের নির্দেশ মেনে সময়ের যথাযথ ব্যবহার করার তৌফিক দান করুন।

# হাদীসের আলোকে "সময়ের গুরুত্ব"

কুরআনের পাশাপাশি রাসূলের সুন্নাহতে সময়ের গুরুত্ব ও সদ্য ব্যবহারের দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
উম্মাহর ফিকিরে রাসূল ছিলেন অধিক চিন্তিত।দুনিয়া আর আখিরাতের হাকীকত সম্পর্কে তাঁর চেয়ে বেশি কেই বা জানে?

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ বলেছেন:

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ

'দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে অনেক মানুষ প্রবঞ্চিত হয়ে আছে। একটি হচ্ছে সুস্থতা; অন্যটি হচ্ছে অবসর সময়। '[১৩]

মানুষ যখন সুস্থ থাকে সে ভাবে না যে সে যেকোনো সময় অসুস্থ হতে পারে,যেকোনো সময় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে পারে।
যখন সে অবসর পায় সে ভাবে না এই অবসরের পর তার কি পরিমাণের ব্যস্ততা আসতে পারে।ধোঁকায় পড়ে আজকের কাজ,কালকের জন্য রেখে দেয়া।এখনো অনেক সময় আছে ভেবে পরে আমল করবো চিন্তা করা,অনেক বড় প্রবঞ্চনা।

ইবনুল খাজিন বলেন:

نعمة হলো মানুষ যার মাধ্যমে স্বাদ পায় এবং মানুষ যা উপভোগ করে। অন্যদিকে غبن হচ্ছে, কোনো বস্তু কয়েকগুণ দাম দিয়ে কিনে বা ন্যায্য দাম থেকে কম দামে বিক্রয় করে প্রতারিত হওয়া।

সুস্থ মানুষ। কোনো বাধ-প্রতিবন্ধকতা নেই তার। অবসর সময়। কিন্তু সে এ অবসর সময়ের পুরোটা আখিরাতের কাজে ব্যয় করেনি। তাহলে সে মূল্যবান সময়ের বেচা-কেনায় প্রতারিত হয়েছে।

হাদিসের মর্মকথা হচ্ছে, বেশিরভাগ মানুষই সুস্থতা ও অবসর সময় থেকে উপকৃত হয় না; বরং এ দুটি নিয়ামত ভুল জায়গাতে ব্যয় করে তারা। ফলে এ দুটি তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, যদি তারা দুটি নিয়ামতকেই যথাযথ জায়গায় ব্যয় করত, তবে তা তাদের জন্য আনয়ন করত প্রভূত কল্যাণ।[১৪]

সময়ের গুরুত্ব বর্ণনা করে রাসুলুল্লাহ বলেন:

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحْتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

'পাঁচটি বস্তু আসার আগেই পাঁচটি জিনিসকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করো। তোমার বৃদ্ধকাল আসার আগে যৌবনকালকে। অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে। দারিদ্র্যের পূর্বে ধনাঢ্যতাকে। ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে। মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনকে। [১৫]
এখনো তো যুবক ভেবে আমরা ভাবি পরে তওবা করবো, বৃদ্ধ হলে দাড়ি রাখবো,নামাজ পড়বো,হজ্জ করবো ,আল্লাহ তো ক্ষমা করেই দিবেন।কি ভয়াবহ চিন্তা।
কত মানুষ যুবক হওয়ার পূর্বে মৃত্যুর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেছে।কত মানুষ শৈশবেই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। আমরা মৃত্যুকে ভুলে ,লম্বা হায়াত আছে ভেবে নিজেদের মিথ্যা আশ্বাস দেই।কিন্তু মৃত্যু এক চরম বাস্তবতা যা আমাদের প্রস্তুতির অপেক্ষা করবে না , সে তার নির্ধারিত সময়ে এসে হাজির হয়ে যাবে।

রাসুল বলেন:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ؟ وَشَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ؟'
চারটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়া পর্যন্ত কোনো বান্দার পদযুগল কিয়ামতের দিন নড়তে পারবে না। প্রথম প্রশ্নটি করা হবে তার জীবন সম্পর্কে। সে তার জীবন কীসে ব্যয় করেছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন তার যৌবন সম্পর্কে। তার যৌবন সে কী কাজে ক্ষয় করেছে? তৃতীয় প্রশ্ন তার সম্পদ নিয়ে। কোথা থেকে অর্জন করেছে সে এ সম্পদ? আর কোথাই-বা ব্যয় করেছে? চতুর্থ প্রশ্ন করা হবে তার ইলম সম্পর্কে। ইলম শিখে কী আমল করেছে সে?'

মানুষ এই চারটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নিজ জায়গা থেকে পা নড়াতে পারবে না।কি ভয়াবহ এক মুহুর্ত হবে সে সময়!
কিভাবে আমরা বিশ্ব জাহানের রবের সামনে দন্ডায়মান হয়ে এই প্রশ্ন গুলোর উত্তর দিতে পারবো? একজন মুমিন যে তার সারা জীবন নেক আমলে অতিবাহিত করেছে তার জন্যেও এটি একটি কঠিন সময়।
কিন্তু যে নিজের হায়াতের জীবনকে অবহেলায়, গাফলতির সাথে অপব্যয় করেছে তাদের কি করুণ দশাই না হবে!

সময়ের অপব্যয়, কাজ করার ক্ষেত্রে শিথিলতা আজ আমাদের কোন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে? দুনিয়ার জীবন শুরু হওয়ার পর থেকেই আমরা সবাই মুসাফির।

إنا لنفرح بالأيام نقطعها

وكل يوم مضى يدني من الأجل

'দিনগুলো কাটিয়ে আমরা কেমন যেন আনন্দিত হই!

অথচ প্রতিটি দিনই আমাদের মৃত্যুর সময় এগিয়ে দিচ্ছে।' [১৬]

আমরা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি,অথচ আমরা এই নিয়ে ভীত না হয়ে আনন্দিত হচ্ছি।

تؤمل في الدنيا طويلاً ولا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من مريض عاش دهرًا إلى دهر

'দুনিয়া নিয়েই তোমার যত চিন্তা-ভাবনা, অথচ রাত হলে ফজরের

দেখা পাবে কি না, তুমি তো সেটাও জানো না।

কত সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ কোনো কারণ ছাড়াই মারা গেছে, আর কত অসুস্থ মানুষ যুগের পর যুগ গেলেও এখনো বেঁচে আছে!'[১৭]

কত মানুষ দিনে বেলা দম ফুরিয়ে যায় রাতের দেখা মিলে না,কত মানুষ রাতের প্রহরে বিদায় নেয়,সূর্যের দেখা মিলে না।
মানুষ কিছু দিনের হাতে গোনা সমষ্টি ছাড়া কিছুই না, তবুও অবহেলার ভরে, আরাম আয়েশে সময়কে নষ্ট করে।

চলুন হাদীস দ্বারা জানি আল্লাহ তাআলার কাছে এই দুনিয়ার মূল্য কি?

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ ، وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ "أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ " .

فَقَالُوا مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ "أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ . "قَالُوا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيهِ لأَنَّهُ أَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ "فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ .

জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত:

একদিন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আলিয়াহ্ অঞ্চল থেকে মাদীনায় আসার পথে এক বাজার দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উভয় পাশে বেশ লোকজন ছিল। যেতে যেতে তিনি ক্ষুদ্র কান বিশিষ্ট একটি মৃত বকরীর বাচ্চার পাশ দিয়ে যেতে তার কাছে গিয়ে এর কান ধরে বললেন, তোমাদের কেউ কি এক দিরহাম দিয়ে এটা ক্রয় করতে আগ্রহী। তখন উপস্থিত লোকেরা বললেন, কোন কিছুর বদৌলতে আমরা এটা নিতে আগ্রহী নই এবং এটি নিয়ে আমরা কি করব? তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ বিনা পয়সায় তোমরা কি সেটা নিতে আগ্রহী? তারা বললেন, এ যদি জীবিত হত তবুও তো এটা দোষী। কেননা এর কান হচ্ছে ছোট ছোট। আর এখন তো সেটা মৃত, আমরা কিভাবে তা গ্রহণ করব? অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! এ তোমাদের কাছে যতটা নগণ্য, আল্লাহর কাছে দুনিয়া এর তুলনায় আরও বেশি নগণ্য।[১৮]

সুবহানআল্লাহ! আল্লাহ তাআলার কাছে এই দুনিয়ার মূল্য একটি মৃত জন্তুর চেয়েও নগণ্য।তাহলে কিভাবে আল্লাহর অপছন্দনীয় এই দুনিয়ায় আমরা হাসি তামাশা,আরাম আয়েশ আর বেহুদা সময় অপচয় করে কাটিয়ে দেই?
একজন মুমিনের শাহনে কি শোভা পায় যে, সে জান্নাতের মত মূল্যবান আবাস চায় দুনিয়া আবাদ করে? অথচ এই দুনিয়ার মূল্য দয়াময় রবের নিকট মৃত জন্তুর চেয়েও তুচ্ছ।

# সালাফদের জীবনে সময়ের প্রতি গুরুত্ব

সালাফে সালিহিন যেমন অতুলনীয়, তেমনই তাঁদের ঘটনাগুলোও অনুপম হৃদয়ছোঁয়া। তাঁরা সত্যিকার অর্থেই আল্লাহকে চিনেছেন। আর যে আল্লাহকে চিনতে পারে, সে-ই তো নিরাপদে আল্লাহর কাছে পৌঁছতে পারে। তাঁরা নিজ জীবনকে সঠিক কাজে ব্যয় করার কারণে সফল। কিন্তু সকল ধ্বংস ও অসফলতা তো তাদের জন্যই নির্ধারিত, যারা নিজের জীবনকে বিনষ্ট করে অনর্থক কাজে।

প্রিয় ভাই আমার,
সালাফের পথ ছেড়ে আজ কোথায় আমরা?

কিছু সময়ের জন্য একটু থামি। গতকালের পৃষ্ঠাটি উল্টে দেখি।... কী কাজে কেটেছে আমার কালকের দিনটি? কোন কোন আমলে কেটেছে?

জীবনের প্রতিটি পাতাই তো আমাদের প্রত্যেকের কাছে স্পষ্ট। এ-ই আমাদের জীবন। এই তো জীবনের পাতা। সবই স্পষ্ট, পরিষ্কার।

যদি তোমার সময়গুলো বিনষ্ট হয়, তোমার আত্মা দুর্বলতায় ভোগে, তবে তোমাকে মন্দ থেকে ফেরার আহ্বান জানাব-তোমাকে আহ্বান করব সময়ের সদ্ব্যবহারের প্রতি।
আর যদি তুমি তোমার সময়কে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে থাকো, ইবাদত-আনুগত্য ও আমলসমূহ দ্বারা নিজের সময়কে সুশোভিত করে থাকো, তবে সুসংবাদ তো তোমার জন্যই। তোমার জন্য সুসংবাদের পর সুসংবাদ। আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাদেরও এমন হওয়ার তাওফিক দান করেন। তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য করার ক্ষেত্রে তিনি যেন আমাদের সহায় হোন।

ইবনে মাসউদ বলতেন-

'তোমরা দিন ও রাতের গমনাগমনের মাঝে রয়েছ। তোমাদের সময় খুবই সংক্ষিপ্ত। আর আমলের সুযোগ পরিমিত। মৃত্যু হঠাৎ করেই আবির্ভূত হবে তোমাদের সামনে। কৃষক জমিনে যা চাষ করে, তার ফসলই পায়। তাই যে ব্যক্তি আমলের ময়দানে ভালো কিছুর চাষাবাদ করে, সে ভালো ফসল পেতে পারে। কিন্তু যে মন্দের চাষ করে, সে লজ্জা পাওয়ারই নিকটবর্তী।'[১৯]

প্রিয় ভাই আমার,

আজকের দিনে আমলের ময়দানে তুমি কীসের চাষ করলে? নাকি তেমন কিছুই বলার মতো নেই তোমার? আমলহীন সময় কাটাবার ভুল যেন আমাদের না হয়। কারণ আজ যে বীজ তুমি রোপণ করবে, কাল আখিরাতে তারই ফল তুমি পাবে।[২০]

'যেদিন মানুষের সৃষ্টি, সেদিন থেকেই মানুষ মুসাফির। জান্নাত বা জাহান্নামই তাদের সফরের শেষ মনজিল। দুটোর একটিতেই হয় তার অবতরণ। জ্ঞানী মাত্রই জানেন, সফর কষ্ট, ক্লান্তি ও বিপদে ভরা। সফরে কোনো ভোগ, উপভোগ, আরাম-আয়েশের খোঁজ করা বোকামি, এগুলো পাওয়াও সাধারণত অসম্ভব। এগুলোর নাগাল তখনই পাওয়া যাবে, যখন এ দীর্ঘ সফর শেষ হবে। সফরের সময়ের কোনো পদক্ষেপ, কোনো মুহূর্তই স্থির নয়। সফরকারীও স্থির নয়। সদা চলমান একজন মুসাফির সে। যে পাথেয় তাকে উদ্দিষ্ট মনজিলে পৌছে দেবে, তাকে সে পাথেয় প্রস্তুত করতে হবে। যখন মুসাফির অবতরণ করে বা ঘুমিয়ে পড়ে কিংবা আরাম করে, এর পরেই তাকে পায়ে হেঁটে চলার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। [২১]

মানুষ মাত্রই একজন মুসাফির।দীর্ঘ সফর শেষে তার আসল ঠিকানায় পৌঁছার পালা। কোনো মুসাফির কি তার সময় গুলো ক্রিয়াকৌতুক করে পার করে দিতে পারে?

হাসান বসরি বলেন:

'বান্দা থেকে আল্লাহর মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার আলামত হচ্ছে, বান্দাকে অনর্থক কোনো কাজে ব্যস্ত করে রাখা। এমনটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য অপমানস্বরূপ। '[২২]

দিন-রাত সময়ের একেকটি স্তর। মানুষ সময়ের একেকটি স্তর পার হয়ে সামনে এগিয়ে চলে। এভাবে এক সময় তাদের সফরের অবসান ঘটে। যদি কোনো মানুষ প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি দিনেই সামনের জীবনের পাথেয় জোগাড় করতে পারে-তবে সে যেন তা-ই করে।

যদি এ জীবন-সফর খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যায়! এমনটা কী হতে পারে না?! হ্যাঁ, বিষয়টা যে এর চেয়ে দ্রুতও ঘটতে পারে। আমরা জানি না, কত দ্রুত আমাদের জীবন-সফর ফুরিয়ে যাবে। তাই নিজের এ সফরে পাথেয় জুগিয়ে নাও। যে কাজটি তোমার করা কর্তব্য তা করতে থাকো। হয়তো যেকোনো সময়েই হঠাৎ করে অবসান হবে এ জীবন-সফরের!'[২৩]

إنما الدنيا إلى الجنة والنار طريق

والليالي متجر الإنسان والأيام سوق

'এ দুনিয়া জান্নাত ও জাহান্নামের যাত্রাপথ মাত্র, রাতের প্রহরগুলো মানুষের জন্য ব্যবসার মুহূর্ত, আর দিনের বেলাগুলো বাজারের মতো।[২৪]

দিন হচ্ছে জীবিকা তালাশের সময়,রাত ব্যবসার মুহূর্ত এই জন্য যে রাতের আমল জীবনের শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ।

হাসান বসরি বলতেন-

'প্রতিটি দিনই আদম-সন্তানকে ডেকে বলে যায়-আদম-সন্তান, আমি নতুন একটি দিন। আমার মাঝে মানুষ যে কাজ করে, আমি তার সাক্ষী হয়ে থাকি। যদি আমি চলে যাই, তবে পেছনে আর কখনো ফিরে আসি না। তাই তোমার যা ইচ্ছে, তা সামনে পাঠাও। ভবিষ্যৎ জীবনে তুমি তারই প্রতিদান পাবে। আর যা পেছানোর ইচ্ছে করো, তা পিছিয়ে রাখো। মনে রেখো, সময় কখনো ফিরে আসবে না।'[২৫]

تؤمل في الدنيا طويلاً ولا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر

فكم من صحيح مات من غير علة

وكم من مريض عاش دهرًا إلى دهر

'দুনিয়া নিয়েই তোমার যত চিন্তা-ভাবনা, অথচ রাত হলে ফজরের

দেখা পাবে কি না, তুমি তো সেটাও জানো না। কত সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ কোনো কারণ ছাড়াই মারা গেছে, আর

কত অসুস্থ মানুষ যুগের পর যুগ গেলেও এখনো বেঁচে আছে!'[২৬]

আবু নসর আবাজি রহ. বলেন:
‘ সময়ের রক্ষণাবেক্ষণ করা বিচক্ষণ ব্যক্তির চিহ্নস্বরূপ।’

হাসান বসরি বলেন:

'দিন ও রাত দ্রুত গতিতে চলে যাচ্ছে। কমে যাচ্ছে মানুষের আয়ু। মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে তাদের শেষ সময়ে। হায় দুরাশা! এ দিন-রাত এক সময় নুহ এ-এর সঙ্গী ছিল। এরপর আদ, সামুদ, কারুনের পরেও অনেক মানুষেরই সঙ্গী ছিল। তারা নিজেদের রবের কাছে চলে গেছে। তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে তাদের আমলনামা। আর দিন-রাত আগেরই মতো রয়েছে নতুন ও তরতাজা। এ দুটির মাঝে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ইত্যাদি অনেক কিছু হলেও, এ দুটি এতটুকুও জীর্ণ হয়নি। পূর্ববর্তীদের সঙ্গে যেমন ঘটেছে, এখনো যারা বেঁচে আছে, তাদের একই অবস্থায় আপতিত করার জন্য সময় প্রস্তুত হয়ে আছে।'[২৫]

আমাদের সালাফগণ কিভাবে সময়কে কাজে লাগাতেন?

হাম্মাদ বিন সালামাহ এ সম্পর্কে বলেন:

'আমরা যখনই সুলাইমান আত-তাইমির নিকট আসতাম, তখন যদি ইবাদতের সময় হতো, দেখতাম, তিনি ইবাদতরত।... যদি সে সময়টা নামাজের হতো, দেখতাম, তিনি নামাজ পড়ছেন। আর যদি সে সময় নামাজের না হতো, তবে দেখতাম, হয় তিনি অজু করছেন বা কোনো রোগীর সেবা করছেন কিংবা কোনো জানাজায় অংশ নিয়েছেন অথবা তিনি মসজিদে বসে আছেন। আমরা দেখলাম, আল্লাহর অবাধ্য হওয়া তার কাছে মোটেও শোভনীয় নয়। '[২৬]

দাউদ আত-তায়ি-কে একবার দায়াহ বলেন, 'হে আবু সুলাইমান, আপনার কি রুটি পছন্দ নয়?'

দাউদ বললেন, 'দায়াহ, রুটি চিবিয়ে আর ছাতু পান করে ক্ষুধা নিবারণের মধ্যে পার্থক্য হলো, ছাতু পান করলে যে সময় বাঁচে, সে সময়ের ভেতরে ৫০ আয়াত তিলাওয়াত করা যায় অনায়াসে। কিন্তু রুটি চিবিয়ে খেতে খেতে আমার সে সময়টি নষ্ট হয়ে যায়। '[২৭]

ইবনে মাহদি বলেন:

'আমরা তখন মক্কায়। সুফইয়ান সাওরি-এর সাথে বসে আছি। হঠাৎ সাওরি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "দিনের কাজ দিনেই করতে হবে। দিনের আমল দিনেই আদায় করতে হবে।"[২৮]

প্রিয় ভাই, সালাফের পথ ছেড়ে আজ কোথায় আমরা?

এই যে দিনের আলো। এ তো তোমাকে তিরস্কার করছে। এই যে রাতের আঁধার। সেও তো তোমাকে ভর্ৎসনা করছে। কিন্তু যদি তোমার এতটুকু বোধোদয় হতো![২৯]

আলি প্রায় সময় বলতেন-

'দুনিয়া পশ্চাদমুখী হয়ে পেছনে চলে যাচ্ছে। আর আখিরাত আমাদের সম্মুখে এগিয়ে আসছে। মানুষের মাঝে দুই শ্রেণি। এক শ্রেণি দুনিয়াদার। অন্য শ্রেণি আখিরাতের অধিকারী। তোমরা আখিরাতের অধিকারী হও। দুনিয়াদার হোয়ো না। আজ আমলের দিন। কাল কিয়ামত হিসাবের দিন। আজ আমলের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু কাল আর এ সুযোগ বাকি থাকবে না।[৩০]

এখন তো আমি যুবক,এখনো তো আমার অনেক হায়াত আছে এই ধোঁকা আমাদের গাফেল করে রেখেছে।আজ সময় আছে আমল করছি না,একদিন এমন সময়ে আমরা পৌঁছাবো আমল করার জন্য ফিরিয়ে দেয়ার আবেদন করবো কিন্তু আমাদের আবেদন মঞ্জুর করা হবে না।

একটি দিন যখন অতিবাহিত হয়ে যায় তখন তাতে সিলমোহর দেয়া হয়,এই সিলমোহর খোলা হবে হাশরের মাঠে,এই দিন আমাদের প্রতিটা কৃতকর্মের সাক্ষী হবে।সেই দিন কোনো অজুহাত,কোনো ওজর আপত্তি কাজে আসবে না।সেটাই হবে চূড়ান্ত ফয়সালার দিন।

ইয়াহইয়া বিন মুআজ বলেন:

'রাত দীর্ঘ হয়। ঘুমিয়ে রাতকে তুমি ছোট করে ফেলো না। দিন হয় স্বচ্ছ ও নির্মল। তাই তোমার পাপ দিয়ে দিনকে পঙ্কিল কোরো না।'[৩১]

'সময় অনেক মূল্যবান। সময়ের মর্যাদা এতটাই উন্নত যে, এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট হতে পারে, এমনটা চিন্তারও বাইরে। কেননা, হাদিস শরিফে এসেছে, রাসুলুল্লাহ বলেন:

مَنْ قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি )سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ( পড়বে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হবে।"[৩২]

একজন মানুষ কত সময় নষ্ট করে কত বড় বড় সাওয়াবের অধিকারী হওয়া থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছে, তার কোনো হিসেব নেই। জীবনের প্রতিটি দিন শস্যখেতের মতো। মানুষকে যেন ডেকে বলা হয়, যখনই তুমি একটি বীজ বপন করবে, আমি আল্লাহ তোমার জন্য একটি উদ্ভিদ থেকেই হাজারটা মুকুল বের করব। তাহলে কোনো বুদ্ধিমানের জন্য এটা কি জায়িজ হবে, সে আমলের বীজ বপন না করেই অবেহলায় সময় নষ্ট করবে?'[৩৩]

হাসান বসরি বলতেন-

'আদম-সন্তান, তোমার জীবনের প্রতিটি দিন তোমার মেহমানের মতো। যথাযথভাবে এ মেহমানের আপ্যায়ন করো। যদি তার যথার্থ আপ্যায়ন করতে পারো, তবে সে তোমার জন্য প্রশংসা করতে করতে যাবে। আর যদি মন্দ আচরণ করো, তবে সে তোমার নিন্দা করতে করতে বিদায় নেবে। একইভাবে প্রতিটি রাতও তোমার মেহমান।[৩৪]

মেহমানকে যখন যথার্থ সমাদর করা না তাহলে সে যখনই মনে করবে নিন্দা করবে,তার যথার্থ সমাদর করলে যখনই ইয়াদ করবে শুধু প্রশংসাই করবে।
সময় আমাদের এমনই মেহমান, সে যখন আসে অল্প সময়ের জন্য আসে,যা অতিবাহিত হয়ে যায় তা আর ফিরে আসে না।
সময় জীবনের সমষ্টি ,যখন একদিন দিন চলে যায়,জীবনের একটি অংশ চলে যায়।
ক্ষয় হয়ে যায় হায়াতের মহা মূল্যবান সম্পদ।

ইবরাহিম বিন শাইবান বলেন:

'সময়-সংরক্ষণের অর্থ নিজের জীবনের সংরক্ষণ করা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমল করে সময় কাজে লাগায়, সময়কে নষ্ট হতে দেয় না-আল্লাহ তার দ্বীন ও দুনিয়া দুটোই সংরক্ষণ করেন।' [৩৫]

যেই সময় আখিরাতের জন্য ব্যয় করা হয় মূলত সেটাই সংরক্ষিত সময়,যা আমাদের পক্ষে সাক্ষী হবে। জান্নাত তো জান্নাতীদের আবাসস্থল।জান্নাতের নাজ নেয়ামিত তৈরি হয় নেক আমল দ্বারা।যা করার সময় এখনই।

"ইবনে মাসউদ বলতেন-

'তোমরা দিন ও রাতের গমনাগমনের মাঝে রয়েছ। তোমাদের সময় খুবই সংক্ষিপ্ত। আর আমলের সুযোগ পরিমিত। মৃত্যু হঠাৎ করেই আবির্ভূত হবে তোমাদের সামনে। কৃষক জমিনে যা চাষ করে, তার ফসলই পায়। তাই যে ব্যক্তি আমলের ময়দানে ভালো কিছুর চাষাবাদ করে, সে ভালো ফসল পেতে পারে। কিন্তু যে মন্দের চাষ করে, সে লজ্জা পাওয়ারই নিকটবর্তী। '

প্রিয় ভাই আমার,

আজকের দিনে আমলের ময়দানে তুমি কীসের চাষ করলে? নাকি তেমন কিছুই বলার মতো নেই তোমার? আমলহীন সময় কাটাবার ভুল যেন আমাদের না হয়। কারণ আজ যে বীজ তুমি রোপণ করবে, কাল আখিরাতে তারই ফল তুমি পাবে।

একবার হাসান বসরি-কে এক লোক সম্পর্কে বলা হলো, 'এমন একজন লোক আছে, যাকে আমরা কারও মজলিসে বসতে দেখিনি। সে সর্বদা দলের পেছনেই একাকী থাকে।' হাসান বললেন, 'আচ্ছা। তোমরা যখন তাকে দেখবে, আমাকে খবর দেবে।'

হাসান রহ. কে যারা অজ্ঞাত সে লোকটি সম্পর্কে বলেছিলেন, একদিন তিনি তাদেরই সাথে ছিলেন। আর সে লোকটিও তখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তারা হাসান-কে লোকটিকে দেখিয়ে দিল। বলল, 'এ-ই সে লোক।' হাসান তার সাথিদের বললেন, 'তোমরা যাও। আমি তার কাছে যাচ্ছি।’
হাসান রহ. সে লোকটির কাছে এসে বললেন, 'আল্লাহর বান্দা। আমি দেখছি, তুমি একাকী থাকতে ভালোবাসো! মানুষের সাথে মিশতে তোমার বাধা কোথায়?'

লোকটি বলল, 'তুমি কি জানতে চাইছ, কোন জিনিসটি আমাকে মানুষদের থেকে অমনোযোগী করে রেখেছে?'

হাসান বললেন, 'দেখো না, এই যে কিছু মানুষ হাসানের কাছে যায়। তার মজলিসে বসে। ইলম শেখে।'

লোকটি এবার বলল, 'তুমি জানতে চাইছ, কোন জিনিসটি আমাকে হাসান ও মানুষদের থেকে পৃথক করে রেখেছে?'

হাসান বললেন, 'হ্যাঁ, কোন জিনিসটি তোমাকে মানুষদের থেকে ও হাসান থেকে পৃথক করে রেখেছে?'

উত্তরে লোকটি বলল, 'আমার সন্ধ্যা ও সকাল দুটোই পাপাসক্ত অবস্থায় কাটে। কাটে নিয়ামতে ডুবন্ত অবস্থায়। আমি এর সমাধান দেখলাম, মানুষদের থেকে পৃথক থেকে গুনাহ হতে ইসতিগফার করার মাঝে আর নিয়ামতের ওপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার মাঝে।'

হাসান তাকে বললেন, 'আল্লাহর বান্দা, আমার কাছে প্রতিভাত হচ্ছে,

তুমিই হাসানের চেয়ে অধিক জ্ঞানবান। তুমি যে আমলের ওপর আছ, আমিও এমনটাই করব। ” [৩৬]
মানুষ আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ ছাড়া যে কাজেই সময় লাগায় তা তো বৃথা। আবার যখন সে দুনিয়াবি কাজে আখিরাত খুঁজে ,আল্লাহর জন্য নিয়তকে খালেস করে তাও তার আখিরাতের জন্য কল্যাণের কারণ হয়,নেক আমল বলে গণ্য হয়।
আল্লাহ তাআলা আমাদের সালাফদের জীবনী থেকে সময়ের গুরুত্ব বুঝে আমল করার তৌফিক দান করুন।

## সময়ের অপব্যবহার গুনাহের কারণ

মানুষের অধিকাংশ পাপ কাজ সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।সময়ের নিদারুণ অপচয় গুনাহের অন্যতম কারণ।
মানুষ যখন দুনিয়াবি কোনো কাজই না করে  বা আখিরাতের জন্য পাথেয় সংগ্রহ না করে ।তখন সে এমন কাজই করে যা হারাম বা গুনাহের কাজ।
যখন মানুষ কোনো কাজ ছাড়া সময় অতিবাহিত করে তখন শয়তান তাকে ওয়াসওয়াসা দিয়ে গুনাহের কাজে লিপ্ত করে।

সে ভাববে একাকী কী করবো?গান শুনি,বা হারাম কিছু দেখি।কেউ তো আমাকে দেখছে না। সে যে হারাম সম্পর্কে জড়িত তা মূলত সময়ের অপচয়।
নাটক,সিনেমা,মুভি এগুলা দ্বারা মানুষ সময় অপচয় করে।
নয়তো সে কোনো মুসলিমের দোষ ত্রুটি অন্বেষণ করবে ,নয়তো গীবত ,নামিমা করে সেই সময়কে বরবাদ করবে।

তারা যদি জানত এগুলো তাদের কি ক্ষতি করছে তাহলে তারা এসব থেকে দূরে সরে জীবনের এই অমূল্য সম্পদকে অর্থবহ কাজে ব্যয় করতো।

হাল জামানায় সবচেয়ে বড় গুনাহের উপকরণ হচ্ছে মোবাইল যা প্রতি ঘরে,প্রতিটি মানুষের হাতের কাছে।এই জিনিসটি গুনাহের কাজকে অতি সহজ করে দিয়েছে।এবং মানুষের প্রোডাক্টিভিটি কমিয়ে দিয়েছে ।
কেউ যদি এটি কোনো কাজের জন্য হাতে নেয় তবে সে বেমালুম ভুলে যায় আর এতে অপচয় হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

ফেসবুক,ইউটিউব,টুইটার,ইনস্টাগ্রাম এগুলা এমন সময় খেকো আসবাব যাতে একবার প্রবেশ করলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেয়ে ফেলে এমনকি অনেক সময় আমরা তাতো টেরও পাই না।

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ - وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب

'কাজেই তুমি যখনই অবসর পাবে, ইবাদতে কঠোর শ্রমে লেগে যাবে। এবং তোমার রবের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করবে।' [৩৭]

আল্লাহ তাআলা আমাদের নির্দেশ দিচ্ছে আমার যেনো যখন অবসর পাই তখন যেনো ইবাদতের জন্য পরিশ্রম করি আর তাতে মনোনিবেশ করি,কিন্তু আমাদের অবস্থা এমন যে অনেক আমল করে ফেলছি এখন লম্বা রেস্ট নেয়া দরকার।যেনো আমরা অনেক বড় কোনো কাজ করে ফেলেছি।
কিন্তু সাহাবীগণ তাদের প্রতিটা মুহূর্ত আল্লাহর জন্য অতিবাহিত করা পছন্দ করতেন, সময়ের ব্যাপারে ছিলেন খুবই যত্নশীল।
তারা রাসূল সাঃ এর নিকট দ্বীনের ইলম শিখতেন, জীবিকা নির্বাহ করতেন, আল্লাহর রাহে জিহাদ করতেন, আবার সারারাত কিয়াম করে কাটিয়ে দিতেন।

কোনো কিছু তাদেরকে আখিরাত থেকে বিমুখ করতে পারতো না, তারা ছিল উম্মাহর শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম। যাদের অনুসরণে মুক্তির পয়গাম রাসূল সাঃ স্বয়ং নিজে দিয়েছেন।

يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلاً جميلاً لعل الله يرحمني

'হে আমার আত্মা। তুমি নাফরমানি থেকে বিরত হও। নেক আমলে সময় দাও। আল্লাহর নিকট আশাবাদী, তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন। '[৩৮]

এই সময় আমাদের জন্য বিরাট এক নিয়ামত, এই অঙ্গপ্রতঙ্গ আল্লাহর অশেষ এক নিয়ামত।এই নিয়ামত গুলোর শুকরিয়া আদায় করে এর যথার্থ কদর না করলে। গুনাহ দ্বারা কুলষিত করলে।এই শরীরের অঙ্গপ্রতঙ্গ আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে,আল্লাহ তাআলা তাদের কথা বলার হুকুম করবেন। তখন আমাদের অঙ্গপ্রতঙ্গ আমাদের বিরুদ্ধে বলবে,আমাদের সেই সমস্ত গুনাহের সাক্ষী দিবে যা আমরা লোকচক্ষু অন্তরালে করতাম।

আর যখন আমার এর যথার্থ কদর করবো, শুকরিয়া আদায় করবো, তাকওয়া অবলম্বন করবো।এই অঙ্গপ্রতঙ্গ আমাদের পক্ষে আমাদের মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবে।

# মুমিনের জীবনে অবসর

মুমিনের জীবনে সময় এক অমূল্য সম্পদ।এর প্রতিটি মুহূর্ত সোনা রুপা চেয়েও দামি।একটি দিন চলে গেলে তা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ দিয়েও ফিরে পাওয়া সম্ভব না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ  وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ

অতএব, যখন অবসর পান তখন পরিশ্রম করুন।এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।

আল্লাহ তাআলা অবসর সময়ে ইবাদতে মনোনিবেশ করতে বলেছেন, তা দ্বারা দুনিয়ার খেলতামাশায় কাটিয়ে দেয়া মুমিনের গুণাবলী নয়।মুমিন মাত্রই সময়ের ব্যাপারে ,আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে বিচক্ষিণশীল। সে এই সম্পদকে যথার্থ বিনিয়োগ করে হতে পারে আখিরাতের সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত।

"ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, এর মানে হলো: যখন তুমি ফরজ ইবাদাত সমাপ্ত করবে, তখন নিজেকে রাতের সালাতে নিমগ্ন করবে।" [৩৯]

বর্ণিত আছে, ইবনু আব্বাস (রা) একদিন দুই ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোক দুটো কুস্তি লড়ছিল। তাদের দেখে তিনি বলেন,

مَا بِهَذَا أُمِرْنَا بَعْدَ فَرَاغِنَا

'অবসর সময়ে আমাদের এসব করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। [৪০]

অপরদিকে উমর ইবনুল (রা)খাত্তাব বলেন,

إِنِّي لَأَكْرَهُ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَكُونَ خَالِيًا سَبَهْلَلًا، لَا فِي عَمَلٍ دُنْيَا وَلَا دِينِ

'তোমাদের মধ্যে আমি এমন ব্যক্তিকে অপছন্দ করি, অবসর সময়ে যে দুনিয়ার জন্য কিছু করে না, দ্বীনের জন্যও কিছু করে না।[৪১]

মুমিন মাত্রই সর্বদা ব্যস্ত।একটু বেহুদা সময় নষ্ট করার সুযোগ তার নেই।প্রতিনিয়ত সে ব্যস্ত থাকে,হয় দুনিয়ার প্রয়োজন পূরুনে,নয়তো আখিরাতের পুঁজি সংগ্রহে।

"এবার চলুন, প্রিয় নবি-এর বরকতময় জীবনের দিকে মনোনিবেশ করি। এখন আমরা দেখব এই আয়াতের চশমায়, নবিজির জীবনটা কেমন ছিল। চলুন ঘুরে আসি ১৪০০ বছর আগে নববি যুগে।

মদীনায় হিজরতের প্রথম দশটি বছর যেভাবে কেটেছে নবিজির:

প্রথম হিজরি: রাবিউল আওয়াল মাসের ৮ তারিখে কুবায় পৌঁছান এবং তাৎক্ষণিক মাসজিদ আল-কুবা নির্মাণ করেন। এরপর সেই মাসেই তিনি মদীনার শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং ১২ তারিখে পৌঁছান। সেখানে নির্মাণ করেন মাসজিদ আন-নববি, মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বাঁধনে বেঁধে দেন এবং ইয়াহুদিদের সাথে চুক্তি করেন।

দ্বিতীয় হিজরি: এই হিজরিতে সিয়াম, যাকাত, ঈদের সালাত, যাকাতুল ফিতরের বিধান জারি করা হয়। স্পষ্ট করে দেওয়া হয় জিহাদের বিধান এবং পরিবর্তন করা হয় কিবলা। এরপর সেই বছর সঙ্ঘটিত হয় ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ, রমাদানের ১৭ তারিখে। তারপর বানু কাইনুকার বিশ্বাসঘাতকতার দরুন তাদের উচ্ছেদ করা হয়।

তৃতীয় হিজরি: এই বছরের শাওয়াল মাসে উহুদ-যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। এ ছাড়া মদ হারাম হওয়া নিয়ে হামরা আল-আসাদ যুদ্ধও সঙ্ঘটিত হয়।

চতুর্থ হিজরি: আল-রাজী এবং বীরে মাউনার মর্মান্তিক ঘটনাগুলো এই হিজরিতেই ঘটে। এরপর রাসূল-কে গুপ্ত হত্যার চেষ্টার অপরাধে আন-নাদীর গোত্রকে উচ্ছেদকরা হয়। হিজাবের আয়াত এই বছরেই নাযিল হয়েছিল।

পঞ্চম হিজরি : এই হিজরিতে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কাফির এবং মুশরিকদের যৌথ প্রচেষ্টায় হাজার খানেক সৈন্য সে যুদ্ধে মদীনা ঘেরাও করে। এরপর ইয়াহুদিদের চূড়ান্ত উচ্ছেদের পালা আসে বানু কুরাইযার চুক্তিভঙ্গের কারণে। সবশেষে হাজ্জ ফরজ করা হয় এই বছর।

ষষ্ঠ হিজরি : মুসলিমরা উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় সফর করে, কিন্তু পথিমধ্যে বাধাপ্রাপ্ত

হয়। তখন হুদাইবিয়ার সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হয় রিদওয়ান নামক স্থানে। এরপর ধীরে

ধীরে রাসূল বিশ্ব নেতাদেরকে ইসলামের আহ্বান জানিয়ে চিঠিপত্র পাঠাতে থাকেন।
সপ্তম হিজরি: এ বছর খায়বার যুদ্ধে ইয়াহুদিদের দুর্গ জয় করে মুসলিমরা এবং উমরাহ

পালন করে।

অষ্টম হিজরি: মু'তার যুদ্ধ হয় এই বছর। মক্কা বিজয়ও হয় অষ্টম হিজরিতে। এ ছাড়া হুনাইন যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তারপর নবিজি সাহাবিদের নিয়ে তায়িফ অবরোধ করেন।

নবম হিজরি: তাবুক যুদ্ধ এই বছরেই হয়। যুদ্ধ শেষে রাসূল এ-এর সাথে সন্ধি-চুক্তির উদ্দেশ্যে দিগুদিগন্ত থেকে ৭০ এর অধিক প্রতিনিধি মদীনায় আসে।

দশম হিজরি: বিদায় হাজ্জ আয়োজিত হয় দশম হিজরিতে। এরপর রাসূল উসামা ইবনু যাইদ এ-কে সেনাপ্রধান নিয়োগ দিয়ে একটি বাহিনী প্রস্তত করেন।

একাদশ হিজরি: একাদশ হিজরি সনের মাথায় সমগ্র আরব উপদ্বীপ ইসলামের ছায়াতলে চলে আসে। রাসূল-এর নিরলস পরিশ্রমের ফলাফলের এক ঝলক ছিল এটি। কিন্তু শরীরের-ওপর-দিয়ে-যাওয়া প্রচণ্ড ধকল ও জখমের ফলে এ বছর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে পারছিলেন না। সবশেষে এ বছর মুসলিম উম্মাহর ওপর সবচেয়ে বড়ো বিপদ নেমে আসে। রবিউল আওয়ালের ১২ তারিখ, সোমবার বাদ ফজর, দুহা সালাতের সময় আমাদের রাসূল করেন। জাতি হারায় তার সর্বশ্রেষ্ঠ নেতাকে... রবের ডাকে সারা দিয়ে পরলোক গমন

আসলে নবিজির গোটা জীবনই ছিল এই আয়াতের তাফসীর:

'অতএব যখনই তুমি অবসর পাবে, তখনই ইবাদাতে সচেষ্ট হও।

আমাদের কাছে আল্লাহ এটাই চান। রাসূল এ-এর রেখে-যাওয়া-সুন্নাহ যেদিন আমরা আমাদের পরিবারে, আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব, সেদিন থেকেই উম্মাহর আমূল পরিবর্তন শুরু হবে।

পরিশেষে আমাদের সবার আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত: এরকম একটি ব্যস্তজীবনের কথাই যদি কুরআন বলে থাকে-দুআ, সালাত, সক্রিয়তা, আত্মোন্নায়ন, পরিকল্পনা অনুযায়ী চলা, আখিরাত গড়া-তা হলে এসবের সমাপ্তি কবে? অবসর কবে মিলবে?

একবার ইমাম আহমাদ-কে ঠিক এই প্রশ্নটিই করা হয়েছিল:

متى يجد المؤمن طعم الراحة ؟

'মুমিনের জীবনে অবসর কবে মিলবে?'

উত্তরে তিনি বললেন,

إذا وضع رجله في الجنة

'জান্নাতে পা রাখার সাথে সাথেই। ৩০]

হ্যাঁ, সেদিনই সকল কষ্টের বোঝা লাঘব হবে। দূর হবে ক্লান্তি আর অবসাদ। মুছে যাবে উদ্বেগ-দুশ্চিন্তার প্রতিটি ফোঁটা। চিরদিনের জন্য জীবন থেকে বিদায় নেবে এগুলো।" [৪২]

# অলসতার ক্ষতি

মুমিনের জীবনে অলসতা এক মারাত্বক ব্যাধি।যা দুনিয়া - আখিরাত উভয় জগতের জন্য কল্যাণ ও সফলতা লাভের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।যে অলসতা করে তাকে পাওয়া যায় উদরপূর্তি আর গুনাহের কাজের মাঝে মগ্ন।

"অলসতার পার্থিব ক্ষতি হলো, পরকালীন পরিতাপের পূর্বেই ইহকালীন পরিতাপে দগ্ধ হওয়া। যা পরকালীন ক্ষতির পথকে আরও ত্বরান্বিত করে। ইবনুল জাওজিএ বলেন:

'অলস ব্যক্তির বেঁচে থাকার আর কী স্বার্থকতা আছে, যখন তার সঙ্গী- সাথিরা জ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জন করে আর সে থেকে যায় অজ্ঞ এবং তারা সচ্ছলতা লাভ করে আর সে থেকে যায় হতদরিদ্র?! এমন মানুষগুলোর অলসতা করে জীবনকে উপভোগ করার কোনো স্বার্থকতা আছে?!'

অলসতার হলো জীবনের প্রকৃত স্বাদ উপভোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং জীবনের মূল্যবান সময়-সুযোগগুলো হাত ছাড়া করার নাম। আবুল ফাতাহ আল-বুসতি বলেছেন:

'হে দৃষ্টিসম্পন্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, কখনো কি দেখেছ, অলসতার ঘোরে আচ্ছন্ন থেকে কাউকে মধু আহরণ করতে?'

সুতরাং প্রত্যেক অলস নর-নারীকে বলছি, যে অলসতার চাদর মুড়িয়ে বসে থাকে, সে কখনো মধু আহরণ করতে পারে না। আর যারাই প্রবৃত্তির লালসায় পড়ে, তাদেরকে লাঞ্ছনা আর বঞ্চনাই পোহাতে হয়।

অলসতা পরিহার করতে পারলেই জীবনের গতিপথে বরকত লাভ হবে, মনোবলে দৃঢ়তা আসবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়।" [৪৩]

রাসুল সাঃ সকাল-সন্ধ্যায় নিম্নের দুআটি পাঠ করতেন :

হে আমার প্রতিপালক, এই দিনের (রাতের) মাঝে এবং এর পরে যা কিছু কল্যাণ আছে, আমি আপনার কাছে তা প্রার্থনা করি। আর এই দিনের (রাতের) মাঝে এবং এর পরে যা কিছু অকল্যাণ আছে, আমি আপনার কাছে তা থেকে আশ্রয় চাই। হে আমার প্রতিপালক, আমি

আপনার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা ও খারাপ বার্ধক্য থেকে। হে আমার প্রতিপালক, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের শাস্তি ও কবরের আজাব থেকে।

রাসূল সাঃ নিজে অলসতা থেকে হেফাজতের দুআ করতেন,মূলত তিনি অলস ছিলেন না, তিনি উম্মতকে শিখানোর জন্য এই আমল নিজে করে দেখিয়েছেন।

# মৃত্যুর স্মরণ

"অসতর্কদের সতর্ক করা এবং উদাসীনদের হৃদয়ে হিম্মত জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা হলো মৃত্যুর আলোচনা। হাসান বসরি নিজ চোখে তা অবলোকন করে আমাদের সামনে বর্ণনা করেছেন:

মুসলিমদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, যখনই তার নিকট কোনো মৃত্যুর সংবাদ আসত, তখন সে বলত, "আল্লাহর শপথ, আমিই এই কালো থাবার শিকার হওয়ার অধিক উপক্রম ছিলাম।" আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে তার চেষ্টা- সাধনার স্পৃহা বাড়িয়ে দিলেন।'

হাসান বসরি এই কথাটি কয়েকবার আলোচনা করার পর বলেন, 'আল্লাহর শপথ, সে লোকটি এই অবস্থাতেই বুদ্ধিমানের মতো মৃত্যুবরণ করেছেন।৭৭

পার্থিব সম্পর্কটা ক্ষণস্থায়ী। তাই যখনই হৃদয়ে মৃত্যুর কথা স্মরণ হবে, তখনই নেক আমলের চেষ্টা-সাধনা বেড়ে যাবে। আর যখনই মৃত্যুর কথা হ্রাস পাবে, তখনই অলসতা বৃদ্ধি পাবে এবং অন্তর নিষ্প্রভ হতে থাকবে। যখন আল্লাহর বিধানের প্রতি অলসতা বেড়ে যাবে এবং ফরজ-ওয়াজিবের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করা শুরু হবে, তখন ভেবে নিয়ো, দীর্ঘ আশা তার অন্তর ছেয়ে ফেলেছে এবং অন্তররাজ্যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। এ কারণেই হাসান বসরি একটি নীতি নির্ধারণ করে নিয়েছেন। পরবর্তী জীবনে কখনো এর বিপরীত করেননি। তাই হৃদয়ের তালাবদ্ধ কপাট খুলে মনের কান দিয়ে শ্রবণ করো।
যেন উপদেশগুলো অন্তরে আঘাত করে। তিনি বলেন, 'কোনো বান্দা যদি মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করে, তাহলে সে আপন কর্মের মাঝে এর প্রভাব দেখতে পাবে। আর যখনই কারও আশা দীর্ঘ হবে, তার আমল মন্দ হবে।

প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা এবং হাজারো সমস্যা বিশ্লেষণ করে শাইখ জাইনুদ্দিন মিলিবারি এ বিষয়টির সমাধানে বলেন:

'আমার কাছে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে, যে ব্যক্তি সকালে উপনীত হয়ে সন্ধ্যার আশা করে বা সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে সকালের আশা করে, সে শৈথিল্য ও অবসাদের ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে এবং অত্যন্ত দুর্বলতার সাথে পথ চলবে।১৯

আর যে ব্যক্তি পরিশ্রমীদের অবস্থা থেকে না হোক, অন্তত অলসদের মৃত্যুকালীন অনুতাপ থেকে শিক্ষা নেবে, সে নিজে অলসতার ঘুম থেকে জেগে ওঠার প্রয়াস পাবে।

ইবনুল জাওজি বলেন:

'গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো, মৃত্যুর সময় মুমূর্ষু ব্যক্তিও জ্ঞান ফিরে পায়, তখন সে খুব সতর্কতা গ্রহণ করে, সীমাহীন দুশ্চিন্তা অনুভব করে, অতীতের সময়গুলোর কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে; সে প্রত্যাশা করে, ছুটে যাওয়া আমলগুলো পূরণ করার জন্য যদি তাকে ছেড়ে দেওয়া হতো! তাওবার প্রতি ততটাই বিশ্বাস করত, যতটা এখন সে মৃত্যুর প্রতি বিশ্বাস করছে। যেন সে আফসোস করতে করতে মৃত্যুর পূর্বেই নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে। এই সময়কার মানসিক অস্থিরতা ও পরিতাপের সামান্য ছিটেফোঁটাও যদি মৃত্যুর পূর্বে সে অনুভব করতে পারত, তাহলে প্রত্যেক আমলেই তাকওয়া অবলম্বন করতে পারত। সুতরাং জ্ঞানী তো সে, যে এমন কঠিন পরিস্থিতির কথা ভেবে সে অনুযায়ী আমল করে। যদি বিষয়টিকে কেউ বাস্তবিক নিরিখে কল্পনা নাও করে, তবুও সে নিজের সতর্কতা অনুযায়ী কল্পনা করবে। কারণ, এটি তার প্রবৃত্তির জন্য যথেষ্ট হবে এবং তাকে সাধনার জন্য জাগিয়ে তুলবে।'”[88]

# সময়ের হেফাজত ও মূল্যয়ন

আল্লাহ তাআলা আমাদের দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁরই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন।সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে হলে আমাদের জানতে হবে আমাদের জীবনের লক্ষ্য কি?কি আমাদের শেষ পরিণতি?
আমাদের সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কি?

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

'আমি জিন ও মানবকে কেবল এ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি, তারা আমারই ইবাদত করবে।'[৪৪]

আমাদের ও জ্বীন জাতিকে সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলার ইবাদত।এই আয়াতের অর্থ সারাক্ষণ নামাজ পড়া না, সারাক্ষণ ইলম অর্জন করা না।

রাসুলের সুন্নাহর অনুসরণ: আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম সাহাবায়ে কেরামের জীবনে যদি দেখি, তারা ঈমান আনয়নের পর ইবাদতে ছিলেন সবচেয়ে অগ্রগামী, তারা বিবাহ ,সন্তান প্রতিপালন, জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ করতেন,তারা জিহাদ করতেন,ইলম অর্জন করতেন, হালাল বিনোদনও করতেন।
কিন্তু তাদের সমস্ত কাজ হতো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।তারা ছিলেন রাসুলের জন্য নিবেদিত প্রাণ। তাঁর প্রতিটা সুন্নাহ তারা আন্তরিকতার সাথে পালন করতেন। রাসুলের সুন্নাহ পালন করা বরকত লাভের অন্যতম মাধ্যম।জীবনে সফলতার চাবিকাঠি হচ্ছে প্রতিটা কদমে, ঘুম থেকে উঠা নিয়ে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত তাঁর অনুসরণ।

আল্লাহর দিকে:
আল্লাহ আরো বলেন,

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

'তোমরা কি ধারণা করেছিলে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না?'[৪৫]

এই আয়াত আমাদের জন্য অনেক বড় রিমাইন্ডার।এই আয়াতকে আমাদের অন্তরে ধারণ করলে অহেতুক সময় অপচয় ,অলসতা সহ সমস্ত গাফলতির থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে।আখিরাতের জীবনকে সামনে রেখে প্রতিটা মুহূর্তের যথার্থ ব্যবহার আমাদের জন্য সফলতার কারণ হবে।

কুরআনের সাথে: যত আমল আছে তার মধ্যে সবচেয়ে সহজ ও ফযীলতপূর্ণ আমল কুরআনের সাথে লেগে থাকা। কুরআনের তিলাওয়াতে প্রতিটি হরফের বিনিময় দশটি নেকি লেখা হয়।এছাড়া আল্লাহ তাআলা সিরাতে মুস্তাকীমের পথে চলা সহজ করে দেন, বেহিসাব বরকত দান করেন।অন্তরে নুর, হেদায়েত দান করেন।কুরআন হবে কবরে আমাদের সঙ্গী,এমনকি কেয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কুরআন ছায়া হয়ে আসবে,আমাদের জন্য সুপারিশ করবে।এ ছাড়াও অনেক ফযীলত রয়েছে।

যিকিরের সাথে : যিকির সবচেয়ে সহজ ও ফযীলতপূর্ণ একটি আমল। যিকির দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি আসে।কুরআন, হাদীসে যিকিরের অনেক উপকারিতা, ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এই আমল এতটাই সহজ যে,এটা করতে অযুর প্রয়োজন, পবিত্রতার প্রয়োজন হয় না।বিশেষ কোনো নিয়মের সীমাবদ্ধতা নেই।এটা এতটাই সহজ যে,যেকোনো কাজ করতে করতে এই আমল করা যায়।এমনকি শুয়ে,বসে, হাঁটতে,চলতে যেকোনো অবস্থায় করা যায়।

দুরুদের সাথে : রাসুলের উপর দুরুদ পড়ার নির্দেশ আমরা কুরআন থেকে পাই। দুরুদ দ্বারা গুনাহ মাফ হয়, মর্যাদা বৃদ্ধি হয়,রহমত বর্ষিত হয়।যেকোনো বিপদে দুরুদ এক মহা সমাধান।প্রতিটি কাজে সহজতা আনয়ন করে।

মৃত্যুর প্রস্তুতি: আমাদের যদি বলা হয় আজকে আমাদের জীবনের শেষ দিন তাহলে এই দিনটা আমার কিভাবে অতিবাহিত করবো?
আমার কি বলবো আজকেই তো শেষ দিন আরেকটু গুনাহ করে নেই?আরেকটু নিজের মন মতো চলি? একজন মানুষ যত বড় মাপের গুনাহগার হোক না কেনো।মৃত্যুর কথায় তার অন্তর বিগলিত হবেই। সেও যদি জানতে পারে আজকে আমার জীবনের শেষ দিন তাহলে সেও নেক আমলে নিজেকে নিয়োজিত রাখবে। তওবা করবে ,ফিরে আসতে চাইবে। তাই আমাদের উচিত বেশি বেশি মৃত্যুর কথা, কবরের কথা স্মরণ করা।এতে সময়ের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া সহজ হবে।

গুনাহের উপকরণ থেকে বেঁচে থাকা : বর্তমান সময়ে গুনাহ করা সবচেয়ে সহজ হয়ে গিয়েছে।আমাদের সবার ঘরে ঘরে, হাতে হাতে গুনাহের উপকরণ। আমরা আমাদের প্রত্যেকটা

নিয়মিত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবো।মোবাইল যেনো আমাদের জাহান্নামে যাওয়ার কারণ না হয়।এটা আমার নেক কাজে ব্যবহার করতে পারি।যেমন: তিলাওয়াত শোনা, ওয়াজ, নসিহত শোনা, আত্নীয় স্বজনদের খোঁজ খবর নেয়া।ইসলামিক বা দাওয়াতী লেখালেখি করা।

কিতাব অধ্যায়ন করা: বলা হয় থেকে যে, একজন মানুষের প্রকৃত বন্ধু বই।এটা শুধু মানুষকে শেখায়।কোনো ক্ষতি করে না বিশ্বাসঘাতকতা করে না।সময়ের সঠিক ব্যবহার হয়।আমার সঠিক যা জানি তা তো কিতাব থেকেই সম্ভব।কিতাব কখনো আমাদের ভুল শেখায় না।দিনের নির্দিষ্ট কিছু অংশ কিতাব অধ্যয়নে ব্যয় করা উচিৎ।

মুমিনের জীবনে কোনো অবসর থাকে না, প্রতিটা মুহুর্তে করা যায় এমন অনেক সহজ আমল আছে।

যা আমাদের আখিরাতের কল্যাণের সহায়ক হবে।আখিরাত একটা আমলের জন্য মানুষ দিক বেদিক ছুটতে থাকবে, সেই দিন কেউ কাউকে চিনবে না।সবাই ইয়া নাফসি ,ইয়া নাফসি করে বাঁচার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। একটা আমলের জন্য কেউ যাবে জান্নাতে, কেউ বা যাবে জাহান্নামে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে।
এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।[৪৬]

আখিরাতের প্রতিটা ছোট ছোট নেট আমল বিশাল মনে হবে, প্রতিটা ছোট ছোট বদ আমল উহুদ পাহাড়ের চেয়ে ভারী মনে হবে।কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি এটা জানার পর তার ছোট ছোট কাজেরও হিসাব রাখবে না?এর গুরুত্ব বুঝবে না?আমরা আমাদের ছোট ছোট কাজের হিসেব রাখবো ইনশাআল্লাহ্।কোনো ছোট আমলকে ছেড়ে দিবো, কোনো ছোট গুনাহকে তুচ্ছ ভেবে করে বসবো না।আমার আমাদের প্রতিটি মুহূর্তের মূল্যায়ন করবো।তবেই আমরা হতে পারবো সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত।

সময় এখনো ফুরিয়ে যায়নি, এখনই সময় ফিরে আসার।প্রতিটা মুহূর্তের কদর করার এবং এর যথার্থ ব্যবহার করার।আমাদের চিরস্থায়ী ঠিকানা হচ্ছে আখিরাত।সেটাই আমাদের গন্তব্যস্থল।জান্নাতের জন্য নিজের জান,মাল দিয়ে নিজের জীবনের সঠিক ব্যবহার করে আমরা হবো সফলকাম।এর জন্য উচিৎ সময়ের গুরুত্ব বুঝে এর সঠিক ব্যবহার করা।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সময়ের সঠিক ব্যবহার ও মূল্যয়ন করার তৌফিক দান করুন।আমিন।

---------------------------------------

তথ্যসূত্র

[১] সূরা আল-মুমিনুন : ১১
[২]সুরা আল আসর:১-৩
[৩] সুরা আল-আসর:১-৩
[৪] সুরা আন-নাহল:১২
[৫]সুরা আল-ফাজর:১-২
[৬]সুরা আল-লাইল :১-২
[৭]সুরা আদ-দুহা:১-২
[৮]সুরা আল-আরাফ:৩৪
[৯]সুরা আল-ইনশিরাহ:৭-৮
[১০] সুরা আল-ফাজর:২৪
[১১]সুরা আস-সাজদাহ:১২
[১২]সুরা আল-মুনাফিকুন:১০-১১
[১৩] সহীহুল বুখারী:৬৪১২
[১৪]সাওয়ানিহ ওয়া তাআম্মুলাত:১৮
[১৫] মুসতাদরাকুল হাকিম:৭৮৪৬ শাইখানের শর্তে সহীহ
[১৬]সিফাতুস সাফওয়া:৩/৩৯০
[১৭] মাওয়ারিদুজ জামআআ:২/২৪৫
[১৮]সহীহ মুসলিম:৭৩০৮ সহীহ হাদীস
[১৯]সিফাতুল সাফওয়া:১/৪০৯
[২০]সময় কখনো ফিরে আসে না:৬৮,৬৯
[২১]আল- ফাওয়ায়িদ:২৪৫
[২২]জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম:১৩৯
[২৩]জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম:৪৬৩
[২৪]ইমাম বাইহাকি রহ.রচিত আজ জুহুদ :২৯৮
[২৫]জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম:৪৬৪
[২৬] হিলইয়াতুল আওলিয়া:২/৮২

[২৭]সিফাতুস সাফওয়া: ৩/১৪০
[২৮] আস-সিয়ার: ৭/২৪৩
[২৯]মাওয়ারিদুজ জামআন: ২/৩৯
[৩০]জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম: ৪৬০
[৩১]সিফাতুস সাফওয়া: ৪/৯৪
[৩২]সুনানুত তিরমিজি: ৩৪৬৪
[৩৩]সাইদুল খাতির: ৬২০
[৩৪]হাসান বসরি রহ. কৃত আজ-জুহদ:১৪০
[৩৫]ইমাম বাইহাকি রহ.কৃত আজ-জুহুদ:২৯৮
[৩৬]সময় কখনো ফিরে আসে না:৬৯-৭০
[৩৭]সুরা আল-ইনশিরাহ:৭-৮
[৩৮]মাওয়ারিদুজ-জামআন:৩/৪৯৩
[৩৯] যাদুল-মাসির ফি ইলমিত- তাফসীর,৪/৪৬২
[৪০]তাফসীর আদওয়া' উল-বায়ান,৮/৫৭৯
[৪১]প্রাগুক্ত
[৪২]কলবুন সালিম:১৮১-১৮৩
[৪৩]অলসতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ:২৩
[৪৪]সুরা আল-জারিয়াত:৫৬
[৪৫]সুরা আল-মুমিনুন:১১৫
[৪৬]সুরা আল-জিলজাল:৭-৮